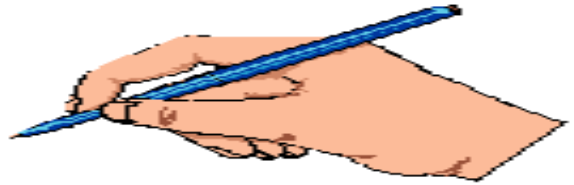

শিক্ষক পরিচিতিঃ

নামঃ মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন আহমেদ

পদবীঃ সহকারী অধ্যাপক

বিভাগঃ ইতিহাস

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ,কুমিল্লা।

পাঠ পরিচিতি

শ্রেনীঃ একাদশ (২০১৯—২০২০)

বিষয়ঃ ইতিহাস, ২য়পত্র।

(আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস)

সময়ঃ ৪৫ মিনিট কক্ষঃ ২০৫

বেনিতো মুসোলিনী

Switzerland
AUSTRIA
HUNGARY
SLOVENIA
CROATIA
Bosnia &
Herzegovina
SERBIA &
MONTENEGRO
ALBANIA
FRANCE
Milan
Trieste
Venice
Turin
Genoa
Rimini
Florence
Ancona
Ligurian
Sea
ITALY
Elba
Corsica
Pescara
Adriatic
Sea
ROME
Naples
Bari
Sardinia
Salerno
Cagliari
Ionian
Sea
Palermo
Mediterranean Sea
Reggio Calabria
Sicily
Catania
Syracuse
ALGERIA
TUNISIA
VectorStock®
VectorStock.com/1080518

Europe in 1948
USSR
Poland
Spain
Turkey
Bulgaria
Egypt

ইটালী

গ্রীস

আলোচ্য বিষয়

ইতালীর ফ্যাসীবাদী নেতা মুসোলিনীর অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক নীতি।

শিখন ফল

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরাঃ

০১। মুসোলিনীর বেকার সমস্যা সমাধানের কৌশল বলতে পারবে।

০২। মুসোলিনীর জনসংখ্যা নীতি কি তা বলতে পারবে।

০৩। মুসোলিনীর আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির যে কোন দুটি ঘটনার উল্লেখ করতে পারবে।

মুসোলিনীর অভ্যন্তরীন নীতি

১। মুসোলিনী কমিউনিজমকে ঘৃনা করলেও সোভিয়েত মডেলের প্রশাসন গড়ে তোলেন। সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করেন মুসোলিনী। ২০ জন বাছাই করা ফ্যাসিস্ট নেতা নিয়ে গ্রান্ড কাউন্সিল গঠন করা হয়। সামরিক প্রশাসন বেসামরিক প্রশাসন সকল ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট দলের সদস্য দ্বারা পূর্ন করা হয়।

২। শ্রমিক-মালিক দ্বন্ধ নিরসনের জন্য শ্রমিক-মালিক সমন্বয়ে কর্পোরেশন গঠন করা হয়।

৩। বেকার সমস্যা দূরীকরনে শিফট প্রথা চালু করে।

৪। মহিলাদের গৃহকর্মে উৎসাহিত করা হয়। কর্মজীবি মহিলারা বিবাহ করলে বিবাহ ঋণ প্রদান করা হয়।

অভ্যন্তরীননীতি

৪। মুসোলিনী জনসংখ্যা হ্রাস না করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেন।

৫। কৃষি উন্নয়নের জন্য সমবায়ভিত্তিক কৃষি ঋণ দেয়া হয়।

৬। সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী ও আধুনিক করার জন্য সর্বোচ্চ উগ্যোগ নেয়া হয়। মুসোলিনী বলেন এক মুহূর্তের মধ্যে আমরা যাতে ৫০ লক্ষ সৈনিককে সামরিক সজ্জায় সজ্জিত করতে পারি—সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

মুসোলিনীর বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য

১। আগ্রাসী পররাষ্ট্র নীতি

২। সম্প্রাসারণবাদী পররাষ্ট্র নীতি

৩। ১ম বিশ্বযুদ্ধে মিত্র পক্ষে থেকেও না পাওয়ার প্রতিশোধবাদী পররাষ্ট্রনীতি

৪। বিরোধী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিভেদ লাগিয়ে রাখা পররাষ্ট্রনীতি

মুসোলিনীর আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির কয়েকটি ঘটনাঃ

১। ১৯২৩ সালের কার্ফূ দ্বীপ সংক্রান্ত ঘটনা

২। ফিউম বন্দর সংক্রান্ত ঘটনা

৩। ১৯২৫ সালে যুগোশ্লাভিয়ার সাথে নেট্টিউনো চুক্তি স্বাক্ষর।

৪। ১৯২৬ সালে আল্বেনিয়ার সাথে তিরানা চুক্তি স্বাক্ষর।

৫। ১৯২৭ সালে হাঙ্গেরির সাথে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করে যুগোশ্লাভিয়াকে কোনঠাস করা।

৬। ১৯২৯ সালে স্যালোনিকার উপর থেকে যুগোশ্লাভিয়ার দাবী ত্যাগ।

৭। ১৯৩৩ সালে হিটলারের উত্থানের কারনে মুসোলিনীর প্রতি ফ্রান্স বৃটেনের নমনীয় মনোভাব।

৮। ১৯৩৫ সালে আবিসিনিয়ার সীমান্তবর্তী ওয়াল ওয়াল ঘটনা ও ১৯৩৬ সালে আবিসিনিয়া দখল করা।

৯। হিটলারের সাথে মুসোলিনীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়। জার্মানী-ইতালীর মধ্যে এন্টি-কমিনটার্ন চুক্ত স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে এটাই অক্ষচুক্তিতে রুপান্তরিত হয়।

৯। ১৯৩৯ সালে মুসোলিনী আলবেনিয়া দখল করে নেয়।

১০। ১৯৪০ সালে মুসোলিনী ফ্রান্স আক্রমনের মধ্য দিয়ে ২য় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পরেন।

মূল্যায়নঃ

১। মুসলিনীর জনসংখ্যা নীতি কি ছিল?

২। কার্ফূ দ্বীপ ঘটনা কি?

৩। ওয়াল ওয়াল ঘটনা কি?

৪। মুসলিনী কত সালে আবিসিনিয়া দখল করে?

৫। এন্টি কমিন্টার্ন চুক্তি কি?

বাড়ীর কাজ

০১। মুসোলিনীর বৈদেশিক নীতি-বিশ্লেষন কর।